بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের আবহে 'ইফকের ঘটনা'র বিস্তারিত বিবরণ এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদী তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র উদ্দেশ্যে দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ **'বনু মুস্তালিক'** -এর যুদ্ধের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিছু খুতবায় করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে যে, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু মুস্তালিক থেকে ফেরার সময় **নুকী** নামক একটি স্থানের মধ্য দিয়ে গেলেন, তখন তিনি সেখানে প্রচুর উন্মুক্ত জায়গা, সবুজ ঘাস এবং অনেক পুকুর দেখতে পেলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বলা হয় যে গ্রীষ্মকালে এই পুকুরগুলির পানি কমে যায়। তখন তিনি হযরত হাতিব বিন আবি বলতা (রা.) -কে একটি কূপ খনন করে এই স্থানটিকে চারণভূমিতে পরিণত করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং হযরত বিলাল বিন হারিস আল মাজনীকে এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) তাদের বললেন, ফজরের সময় একজন আহ্বানকারীকে একটি পাহাড়ে দাঁড় করিয়ে দাও এবং তার আওয়াজ যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত মুসলমানদের জেহাদের উট এবং ঘোড়ার জন্য চারণভূমি বানিয়ে দাও। তিনি (সা.) দুর্বল নর-নারী এবং দরিদ্য লোকদেরকেও এই চারণভূমিতে তাদের ভেড়া ও ছাগল চরাতে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফতকাল পর্যন্ত এই চারণভূমি বজায় ছিল এবং পরবর্তীতে ঘোড়া ও উটের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানটি পরিবর্তিত হয়।

মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সতর্ক ও উৎসাহী রাখার জন্য এবং তাদের আত্মবিশ্বাস, মনোবল ও সাহসিকতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আয়োজন করতেন এবং সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন, যেগুলির মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, ঈমান ও জিহাদের প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বনু মুস্তালিকের অভিযান থেকে ফিরে **নুকী** নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের মাঝে ঘোড়া ও উটের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। মহানবী (সা.) এর উটনী **কাসওয়া** সব উটকে ছাড়িয়ে যায় এবং তাঁর ঘোড়া **যারাব**ও সব ঘোড়াকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। একই স্থানে তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথেও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন এবং এই প্রতিযোগিতায় তিনি (সা.) তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি সেই সময়ের প্রতিশোধ যখন তুমি আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলে। এই বাক্যে তিনি

(সা.) অতীতের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন যে হযরত আয়েশা হাতে কিছু ধরে আছেন। মহানবী (সা.) কি তা দেখতে চাইলে হযরত আয়েশা (রা.) দেখাতে অস্বীকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যান। মহানবী (সা.)ও তাঁর পিছনে দৌড়ে গেছিলেন কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেন নি।...দাম্পত্য সুখের জন্য এসব তাঁরা করে থাকতেন। প্রতিটা কাজেই তিনি (সা.) আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি তাদের জন্যও একটি আদর্শ যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে। আজকালের মানুষের জন্যও এটি দৃষ্টান্ত। নারীর প্রতি এই উত্তম আচরণের শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম, যা মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে। এই সফরে **'জঘন্য মিথ্যা অপবাদের ঘটনা' (ইফক)** এরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর বিস্তারিত বর্ণনা হল, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকদের দ্বারা আরেকটি ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং তা হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনা।

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত আয়েশা (রা.) ইফকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নামের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাজ সহ সাওয়ারীতে ওঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণার পর আমি উঠলাম এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বাইরে গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খুঁজতে আরম্ভ করলাম। হারটি খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা (রা.) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিল যে, আমি এর মধ্যে আছি। তাই তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেনাবাহিনীর পিছনে পড়ে থাকা জিনিষপত্র সংগ্রহ করা সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রা.) এর দায়িত্ব ছিল। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থানস্থলের কাছে পৌঁছে আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। কারণ তিনি আমাকে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, আমি কোন কথা বলিনি। আমি তাঁর উটে সওয়ার হলাম এবং আমরা সেই শিবিরে পৌঁছলাম যেখানে প্রচন্ড গরমে মধ্যাহ্নে সেনাবহিনী শিবির করে ছিল।

আয়েশা (রা.) বলেন, যার ধ্বংস হওয়ার ছিল সে আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে ধ্বংস হয়ে গেল। সে ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি সুলুল। উরওয়া (রা.) আরো বর্ণনা করেছন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ ব্যতীত আরো কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকরীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। এ সময় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আমায় বিচলিত করতে থাকল তা হল আমি পূর্বে

মহানবী (সা.) থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে।

এরপর একদিন আমি উম্মে মিসতাহকে নিয়ে বের হলে অপবাদ রটনাকারীদের কথা জানতে পারি। আমি যখন আমার ঘরে ফিরে এলাম, তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে এলেন। আমি বললাম আপনি কি আমাকে বাবা-মায়ের কাছে যেতে অনুমতি দেবেন? তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে গেলাম। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মা, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, সাহস রাখ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বললেন, 'আমার প্রিয় কন্যা! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে তুমি তোমার নিজের বাড়ি ফিরে যাও।' তখন আমি চলে আসলাম। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) এর সাথে পরামর্শ ও আলোচনা করলেন। উসামা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি আপনার সহধর্মিনী, তাঁর সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। যা রটেছে তা একেবারে মিথ্যা বৈ কিছু নয়। আর আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরা রা.) কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। তখন মহানবী (সা.) একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাকে দোষী বলা যায়। (এ কথা শুনে) সেদিন মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা।

হযরত সাদ ইবনে মুআয (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব। খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাঈদ ইবনে উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করে সাদ ইবনে মুআয (রা.)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় মহানবী (সা.) তাদের থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও নীরবে ফিরে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। ঠিক এ সময় মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে বসলেন। এবং বসার পর তিনি কলেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে এসব কথা পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'লা তওবা কবুল করেন। তখন আমি আমার পিতা-মাতাকে বললাম, মহানবী (সা.) যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনারা তার জবাব দিন। তারা বললেন, কি জবাব দেব আমরা তা জানিনা। তখন আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কে বললাম, আমার বিষয়টি ইউসুফ (আ.)-এর পিতার ন্যায় মনে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন: "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" তাহলে আমি ধৈর্য্য ছাড়া আর কি করতে পারি। আর এই (ব্যাপারে) আপনি যা বর্ণনা করছেন তাতে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া হবে। তাই আমার জন্যও ধৈর্য্য উত্তম। আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে শীঘ্রই বেকসুর খালাস দেবেন।

অতঃপর, তিনি ওঠার আগেই, তাঁর ওপর ওহীর অবস্থা অবতীর্ণ হয় এবং এই অবস্থার পরে, তিনি হেসে বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মিসতাহ ইবনে উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক

সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা.) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'লা ওহী নাযিল করলেন, যে এটা মোটেও কাম্য নয়। এতে আবু বকর বকর (রা.) বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি চাই আল্লাহ্ আমার গুনাহ্ ঢেকে দিন। এবং শপথ করে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তাকে এ অনুদান দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার বলেন- আজ আবারও দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

বাংলাদেশের আহ্‌মদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাদের অবস্থা দ্রুত উন্নত করেন। পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাদের অবস্থারও দ্রুত সংশোধন করে দেন। ফিলিস্তিনের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদের অবস্থার প্রতিও রহম করুন। মুসলিম দেশগুলির জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাদের নেতৃবৃন্দকে জ্ঞান দান করুন এবং তারা যেন জনগণের অধিকার দাতা হন এবং অত্যাচারী না হন, কারণ তাদের নৃশংসতার কারণেই শত্রুরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সাহস পায়। কারণ তারা জানে যে তারা নিজেরাই তাদের পাওনা পরিশোধ করছে না, তাহলে তারা কীভাবে আমাদের কাছে তাদের পাওনা দাবি করবে, আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহম করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

**** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তক: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) রচিত 'জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান' (সমাপনী ভাষণ জলসা সালানা কাদিয়ান ১৯৯১)। পুস্তকটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ****

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

16 August 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat